কোটচাঁদপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্স পরিদর্শনে ৪২ জন শিক্ষার্থী

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ জন ছাত্র /ছাত্রী পরিদর্শন করলেন,কোটচাঁদপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্স। এ সময় তারা ফিস হ্যাচারী ম্যানেজমেন্টের উপর করেন ব্যবহারিত ক্লাস,প্রশিক্ষন নেন হাতে -কলমে। হ্যাচারি কমপ্লেক্সে আসতে পেরে উচ্ছাস প্রকাশও করেছেন ওই শিক্ষার্থীরা।

জানা যায়,খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসারিজ বিভাগের ৪২ জন ছাত্র/ছাত্রী শনিবার পরিদর্শনে আসেন,কোটচাঁদপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্স।

এ সময় ওই শিক্ষার্থীরা ফিস হ্যাচারী ম্যানেজমেন্টের উপর করেন ব্যবহারিক ক্লাস। হাতে-কলমে নেন প্রশিক্ষন। প্রশিক্ষনার্থী চৈত্রি রানী মন্ডল ও নবরিতা রায় বলেন,এটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মংস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্স। ফিসারিজে ভর্তি হবার পর এ হ্যাচারীর গল্প শুনেছি। আজ স্বচক্ষে দেখলাম। সব কিছু দেখে অনেক ভাল লাগলো।

এখানে এসে কি শিখলেন,এমন প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা বলেন, এতদিন আমরা বইয়ে পড়েছি। হাতে কলমে শেখার জন্য আসলাম। এখানে এসে জানতে পারলাম, মেল আর ফিমেল মাছ চেনার উপায়। মাছ থেকে কিভাবে ডিম সংগ্রহ করতে হয়। সেই ডিম থেকে কিভাবে রেনু হয়। আর কিভাবে রেনু গুলো বাজার জাত করা হয়।

তারা বলেন, দিনশেষে আজকের দিনটা সারা জীবনের জন্য মনে রাখারও মত একটা দিন।

এ ছাড়া হ্যাচারী ম্যানেজার আশরাফুল ইসলামের প্রশিক্ষন আমাদের মুগ্ধ করেছে। চোখ খুলে দিয়েছেন সামনে দিনে এগিয়ে যাবার।

শিক্ষার্থী আরো বলেন,আমরা আরো বেশি খুশি হয়েছি, আশরাফুল ইসলাম কে দেখে। কারন তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ওনাকে এ পর্যায় দেখে ফিসারিজে পড়ার আগ্রহটা আরো বেড়ে গেছে আমাদের।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর খন্দকার আনিসুল

হক,সহযোগী অধ্যাপক শাহিন পারভেজ, কোটচাঁদপুর হ্যাচারী কমপ্লেক্সের প্রশিক্ষক কর্মকর্তা রবিউল আওয়াল মন্ডল, কোটচাঁদপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্সের ম্যানেজার আশরাফুল ইসলাম।

কোটচাঁদপুরে অভিভাবক সমাবেশ ও স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, আত্মহত্যা, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ,কিশোর গাং রোধে অভিভাবক সমাবেশ ও কিশোরীদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও এস এম সি কুষ্টিয়ার সহযোগিতায় মঙ্গলবার বিকালে কোটচাঁদপুর পৌর এলাকার সরকারি কে এম এইচ ডিগ্রি কলেজের হলরুমে উপজেলার ১১ টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের মাঝে এ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অভিভাবক সমাবেশ ও সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে এর সভাপতিত্ব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায় মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজ মঈন উদ্দিন, আব্দুল্লাহ আল মামুন সেলস ম্যানেজার এস এম সি কুষ্টিয়া, মাসুদুর রহমান সিনিয়র এরিয়া এক্সিকিউটিভ এস এম সি কুষ্টিয়া, কাজিরুল ইসলাম সিনিয়র সেলস প্রোমোশন এক্সিকিউটিভ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীদেরকে বাল্যবিবাহ,যৌন হয়রানি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়।এ সময় অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক সহ উপজেলা প্রশাসন ও স্কুলের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন

কোটচাঁদপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরে আলম সিদ্দিকী ফুটবলে পৌর একাদশ চ্যাম্পিয়ন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরে আলম সিদ্দিকী আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কোটচাঁদপুরের আয়োজনে পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় ৩ -০ গোলে জয়লাভ করেন কোটচাঁদপুর পৌর সভা ফুটবল একাদশ।

জানা যায়, ফাইনাল খেলায় অংশ গ্রহণ করে কোটচাঁদপুর পৌরসভা ফুটবল একাদশ ও বলুহর ইউনিয়ন ফুটবল একাদশের মধ্যে। খেলাটি শুরু হয় বিকাল ৫ টায় কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে।

খেলার প্রথমঅর্ধে তুমুল লড়াই হয় দুই দলের মধ্যে। প্রথম অর্ধে গোলের দেখা পাইনি কোনো দল । বিরতির পর আবার দুই দল মাঠে নামেন আবারও মনোবল নিয়ে। লড়াইও করেন গোলের জন্য।

দ্বিতীয় অর্ধেও ৩ গোলের দেখা পায় কোটচাঁদপুর পৌরসভা ফুটবল একাদশ । আর ওই ৩ গোল দিয়েই শেষ হয় খেলা। সেই সুবাদে ৩-০ গোলে বলুহর ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ কে হারিয়ে জয়লাভ করেন কোটচাঁদপুর পৌরসভা ফুটবল একাদশ।

ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম বিজয়ী ও রানারআপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন। খেলায় সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে।

এ সময় বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায়, পৌর সভার প্যানেল

মেয়র শেখ সোহেল আরমান, মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজ মঈন উদ্দিন, বীর মুক্তি যোদ্ধা সাবেক কমান্ডার তাজুল ইসলাম, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক সরকার, কৃষি অফিসার রাজিবুল হাসান, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, বলুহর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, কুশান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ, দোড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাস, পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান প্রমুখ।

খেলাটি পরিচালনা করেন রবিউল ইসলাম ও সাইদুল ঝিনাইদহ রবি জীবননগর । দর্শক কানায় কানায় পূর্ণ ছিলো ফুটবল খেলা মাঠ।

কোটচাঁদপুরে মাইকিং করে বিদ্যুৎ বিল আদায়

মটর সাইকেলের হাতলে ঝোলানো বিদ্যুৎ বিল আদায়ের সরঞ্জাম। পিছনে হ্যান্ড মাইক নিয়ে বসা স্থানীয় এক সহযোগী। গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিদ্যুৎ বিল আদায় লক্ষ্যে মাইকিং করে চলেছেন তারা। এ দৃশ্য দেখা যায় কোটচাঁদপুরের বিভিন্ন গ্রামে। শতভাগ আদায়ের লক্ষ্যে এ ব্যবস্থা নেয়া বললেন সাব- জোন অফিসের এজিএমকম শরিফুল ইসলাম।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর সাব- জোন অফিসের আওতায় ৩২ হাজার ৯ শ ৯৮ জন গ্রাহক রয়েছে। প্রতি মাসে অফিসটি বিক্রি করেন,১ কোটি ৫০ লাখ টাকার বিদ্যুৎ। জুন মাসে বকেয়া বিল ছিল ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। আর বকেয়া বিল তুলতে ও লক্ষ্য মাত্রা পূরন করতে এ পথে হাটছেন অফিসটি।

জুন মাস পড়লে লক্ষ্য মাত্রা বেধে দেয়া হয় বকেয়া বিল আদায়ের। এরপর চলে বকেয়া বিল আদায়ের পরিকল্পনা। সে অনুযায়ী এ কাজ করা।

কোটচাঁদপুর সাব জোন অফিসের লাইন টেকনিশিয়ান খাইরুল আলম বলেন,বিদ্যুৎ বিল আদায়ের জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। এতে করে

গ্রাহকরা সজাগ হয়ে যান। তারা বিল দিতে চলে আসেন। এ পথে বিল আদায়ের পরিমান ও ভাল হচ্ছে।

তিনি বলেন, সকালে এসে এ গ্রামের একজন হ্যান্ড মাইক হাতে দিয়ে সারা গ্রাম মাইকিং করা হয়েছে। বলা হয়েছে বিল নেয়ার স্থানের নাম। একটু পর থেকে বিল আদায় শুরু করা হবে। এদিকে বাড়িতে বসে বিল দিতে পারায় খুশি গ্রাহকরাও।

ইকড়া গ্রামের গ্রাহক জিয়াউল ইসলাম ও শাহিন আলম বলেন,ব্যাংকে বিল দিতে গেলে সময় অপচয়।এরপর বাড়তি খরচ হয়, লাইনে দাড়াতে হয়।

বাড়ি থেকে বিল দিতে পারায় এ ধরনের ঝামেলা নাই। আবার বাড়তি কোন খরচও হয় না। এমন ব্যবস্থা প্রতি মাসে হলে ভাল হত। তাহলে বিল বকেয়া পড়তো না। গ্রাহকরা সারা বছর ব্যবস্থা চালু করার দাবী ও করেন সংশ্লিষ্টদের নিকট।

ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় কোটচাঁদপুর সাব জোনাল অফিসের এজিএমকম শরিফুল ইসলাম বলেন,জুন মাস পড়লে একটা লক্ষ্য মাত্রা দেয়া হয়। আর সেটি পূরন করতে নেয়া হয় এ ব্যবস্থা। জুন মাস পড়ার উপজেলার সর্বত্র মাইকিং করা হয়।

এর যেদিন যে এলাকায় বিল আদায়ে যান,তারা সেদিন সেই এলাকায় হান্ড মাইকিং নিয়ে গিয়ে বলা হয় বিল দিয়ে যাওয়ার কথা।

এতে করে গ্রাহকরা সজাগ হন বিল দেয়ার ব্যাপারে। আর এভাবে বিল আদায়ে শতভাগ আদায় করাও সম্ভব হয়। অন্যদিকে গ্রাহকদের বিল দেয়ার বাড়তি চাপ থাকে না জুন মাসে। কারন অন্য সব মাসে সময় অপচয় করে ব্যাংকে যেতে হত,এ মাসে যাওয়া লাগে না।

তিনি বলেন, এ অফিসে যোগদানের পর থেকে আমি এ ব্যবস্থায় বিল আদায় করে থাকি জুন মাস পড়লে।এতে বিল শতভাগ আদায় ও হয়। বিল আদায়ে অন্য সব অফিসের তুলনায় আমি এগিয়ে রয়েছি।এ বছরও তাঁর ব্যতয় ঘটবে না বলে আশা করছি।

কোটচাঁদপুরে দরবেশ মাস্টার ফান্ডেশনের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গরীব মেধাবি শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি দিয়েছেন,দরবেশ মাস্টার স্কলারশিপ ফান্ডেশন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এ বৃত্তি দেয়া হয় শিক্ষার্থীদের।

জানা যায়, প্রতি বছরের ন্যায় ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গরীব মেধাবি শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি দিয়েছেন,দরবেশ মাস্টার স্কলারশিপ ফান্ডেশন।

এ বছর বিদ্যালয়ের ১৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তি প্রদান করেন ফাউন্ডেশন। বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসাহাক আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য মোমেন আল আরাফাত।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য মঈন উদ্দিন খান, সাইফুর রহমান ও মফিজুল ইসলাম। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক এস, এম হুমায়ুন কবির।

কোটচাঁদপুর কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগ ;এক

লাখ টাকা জরিমানা

কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে তোয়াক্কেল হোসেন কে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট নিরুপমা রায়। গতকাল মঙ্গলবার কোটচাঁদপুরের মুরুটিয়ার ঘোষের মাঠে এ জরিমানা করেন তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইউনুচ আলী বলেন, কোটচাঁদপুরের বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের মুরুটিয়া গ্রামের ঘোষের মাঠ থেকে কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছিল তোয়াক্কেল হোসেন। এমন খবর পেয়ে ওই স্থানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট নিরুপমা রায়।

এদিকে অভিযানের খবরে ভেকু ফেলে পালিয়ে যান ভেকু ড্রাইভার, হেলফার আর ট্র্যাক্টর ড্রাইভাররা। পরে তিনি ভেকুর ব্যাটারি জব্দ করেন। ভেকুটি জিম্মায় দিয়ে আসেন ওই ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ফারুক হোসেনের।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,বলুহর ভূমি অফিসের নায়েব হারুন অর রশিদ।

কোটচাঁদপুরের পল্লীতে বর্জ্যপাতে এক যুবকের মৃত

বর্জ্যপাতে সাজিদ উদ্দিন (৪৭) নামে এক যুবকের মৃত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের দয়ারামপুর গ্রামে। সে ওই গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সাজিদ উদ্দিন দয়ারামপুর মাঠে কাজ করছিল। এ সময় বর্জ্যপাতের ঘটনা ঘটে। এতে করে সে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

এ সময় কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমন

ঘোষ,তাকে দেখে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, বর্জ্যপাত ঘটে, সে ঘটনাস্থলে মারা যান। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি।

সাজিদ উদ্দিন কোটচাঁদপুর উপজেলার দয়ারামপুর গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।
এ দিকে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে,কান্নার রোল পড়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে। ভারি হয়ে ওঠে বাতাস। খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) ইদ্রিস আলী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন। মৃত দেহের সুরতহাল হাল করে,মৃত দেহটি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি বলেন,এটা তো অপমৃত্যু। থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হবে।

কোটচাঁদপুরের ২৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী রেজাউল দামুড়হুদা থানায় আটক

২৪ বছরের সাজপ্রাপ্ত আসামী কোটচাঁদপুরের রেজাউল ইসলাম (পাঠান) দামুড়হুদা থানায় আটক। রবিবার সকালে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশে হস্তান্তর করেন তারা।

জানা যায়, কোটচাদপুর পৌর এলাকার আদর্শপাড়ার মৃত মোমিন পাঠানের ছেলে রেজাউল ইসলাম পাঠান। সে ২৪ বছরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত মামলার আসামি। পালিয়ে জীবন যাপন করছিল।

রবিবার রাতে সে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার টহল পুলিশের হাতে আটক হন। খবরটি নিশ্চিত করেছেন ওই থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) মোঃ সাইফুল ইসলাম।

তিনি বলেন, গত রাতে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শেখর চন্দ্র ও সালাহউদ্দিন সড়কে টহল দিচ্ছিল। এ সময় মটর সাইকেলে দেখতে পান তাদেরকে। তারা তাদেরকে গতিরোধ করে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তার পরিচয়

জানতে পারেন। খোঁজ পান তাঁর নামে থাকা মামলার। এ সময় হাতে হাতকড়া পরিয়ে রেজাউলকে থানায় আনা হয়। খবর পেয়ে রবিবার সকালে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ তাকে হেফাজতে নেন। পরে তাকে কোটচাঁদপুর থানার একটি ওয়ারেন্টের মামলায় আদালতে সোপর্দ করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) গৌরাঙ্গ হরি। তিনি বলেন,আমাদের থানার ওয়ারেন্ট ভূক্ত আসামি রেজাউল ইসলাম (পাঠান)। সে ওই এলাকায় থাকছিল। আমরা খোজ দেয়ার পর দামুড়হুদা থানা পুলিশ তাকে আটক করেন। পরে আমরা হেফাজতে নিয়ে আদালত পাঠিয়ে দিয়েছি।

কোটচাঁদপুরে সাংবাদিক নাদিমের হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

জামালপুরের বকস্গিঞ্জের বাংলা নিউজ ও ৭১ টেলিভিশনের সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিম এর হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন কোটচাঁদপুরের সাংবাদিক সমাজ। রবিবার সকাল ১০ টায় স্থানীয় বাজার চত্বরে এ মানববন্ধন করা হয়।

জানা যায়,সম্প্রতি জামালপুরের বকস্গিঞ্জের বাংলা নিউজ ও ৭১ টেলিভিশনের সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিম কে দূবৃত্তরা হত্যা করেছেন।

ওই ঘটনার পর সারাদেশের সাংবাদিক সমাজ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন,সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, টেলিভিশন, অনলাইন ও পত্রিকায়।

এর ধারাবাহিকতায় কোটচাঁদপুরের সাংবাদিক সমাজ রবিবার সকাল ১০ টায় স্থানীয় বাজার পায়রা চত্বরে মানববন্ধন করেন। ঘন্টা ব্যাপী চলে এ মানববন্ধন। এ সময় সাংবাদিকরা তুলে ধরেন,সারাদেশের সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের ইতিহাস। বলেন,এ পর্যন্ত যতগুলো সাংবাদিক এ ধরনের

ঘটনার শিকার হয়েছে, তাদের পরিববার কেই বিচার পাননি।

সাংবাদিকরা বলেন,এর আগে যারা হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন,তাদের প্রত্যেকের বিচারের দাবী জানানো হয়েছে মানববন্ধন থেকে। তারা আরো বলেন,আগের সব সাংবাদিকদের ন্যায় নাদিম হত্যার বিচারও যেন বিলম্বিত না হয়,সেদিকে খেয়াল রাখার অনুরোধ করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন,কোটচাঁদপুরের সিনিয়র সাংবাদিক ও ভোরের কাগজের সাংবাদিক কামাল হাওলাদার, কোটচাঁদপুর রিপোটার্স ক্লাবের সভাপতি ও সংবাদের প্রতিনিধি অশোক দে,দৈনিক স্পন্দের আলমগীর কবির, দিগন্ত বানী সম্পাদক শাহ জামান,মানবজমিন প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম, আমার সংবাদ প্রতিনিধি মইন উদ্দিন খান, আজকের পত্রিকা প্রতিনিধি সুব্রত কুমার, আলোকিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি এস এম রায়হান উদ্দিন,বীর জনতা ও গড়ব বাংলাদেশ প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ বাশার, অগ্রযাত্রা প্রতিনিধি রমজান আলী, সোহেল চৌধরী, আবুল হাসান, আকিমুল ইসলাম সাজু,রোকনুজ্জামান,শামিম হোসেন, সোহাগ, শান্তি প্রমুখ।

কোটচাঁদপুরে আম গাছ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু

কোটচাঁদপুরে আম গাছ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর পৌরসভাধীন বড়বামনদহ গ্রামের।

জানা যায়, শনিবার সকালে বড়বামনদহ গ্রামের বকুল মিয়ার আম বাগানে আম ভাংছিল। ওই সময় সে গাছের ডাল ভেংঙ্গে পড়ে যায়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা দেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তারুনী পাশা বলেন,মৃত অবস্থায় তাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন,তাঁর স্বজনরা। পরে তাকে দেখে স্বজনদের কাছে মৃত দেহ হস্তান্তর করা

হয়েছে।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) হারুন অর রশিদ বলেন, এখনো পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনা নিয়ে কেউ কোন অভিযোগ করেনি।